দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

পুরোনো স্কুলের মান নিম্নমুখী হওয়ায় রাজধানীতে ভর্তি সংকট তীব্রতর হচ্ছে

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ সরকারী স্কুলসহ রাজধানীর শীর্ষ পর্যায়ের বেসরকারী স্কুলসমূহে ভর্তির লড়াইয়ের ইতি ঘটবে আগামীকাল ১৫ জানুয়ারী আইডিয়াল স্কুলের বনশ্রী শাখার ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। গতকাল (সোমবার) সরকারী স্কুলসমূহে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে সর্বশেষ ৮টি সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলসহ সর্বোচ্চ অর্ধশত স্কুলে ভর্তির চাপ বেশী। তন্মধ্যে ১০/১২টি সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে ভর্তির চাপ ছিল তীব্র। যতই দিন গড়াচ্ছে রাজধানীতে ততই ভর্তির চাপ বাড়ছে। রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী বেসরকারী স্কুলসমূহের লেখাপড়ার মান ক্রমেই নিম্নমুখী হওয়ার কারণে ভর্তি সংকট ক্রমেই বাড়ছে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুলে বর্তমান ভর্তির চাপ গত ১০ বছর পূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। ভিকারুননিসা স্কুলের সন্নিকটে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী বয়েজ স্কুল ও সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল দু'টি ঐতিহ্যবাহী স্কুল। গত দুই দশক পূর্বে এ দু'টি স্কুলের মানের সাথে পাল্লা দিতে ভিকারুননিসা স্কুলও সমর্থ ছিল না। কিন্তু যোগ্য প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতি, স্কুল রাজনীতি, অধিকাংশ শিক্ষক বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়ায় এবং স্থানীয় রাজনৈতিক কারণে বর্তমানে উল্লেখিত দু'টি স্কুল ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি। ফলে এ দু'টি স্কুলের ভর্তির চাপ স্বাভাবিকভাবেই ভিকারুননিসা ও আইডিয়াল স্কুল এবং নিকটবর্তী মানসম্পন্ন স্কুলসমূহের উপর বর্তেছে। বর্তমানে ভিকারুননিসা স্কুল যখন ছাত্র ভর্তি নিতে অক্ষম তখন সিদ্ধেশ্বরী স্কুল ছাত্রবহুলতার মাধ্যমে বছরের পর বছর অতিবাহিত করছে। এভাবেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পুরনো স্কুলসমূহের শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ায় বর্তমানে হাতেগোনা কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে ভর্তির চাপ ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে।

রমনা থানা এলাকার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলটি রাজনৈতিক কারণে এবং দলীয়করণের মাধ্যমে বহুসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ফলে আগের সুনাম হারিয়েছে। স্কুল কমিটিতে অযোগ্য দলীয় লোকদের অন্তর্ভুক্তি এবং বন্দুকের নলের মুখে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার, স্কুল ক্যাম্পাসে টং দোকান স্থাপনের মাধ্যমে দলীয় লোকদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করা, লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ, স্কুল ক্যাম্পাসকে ব্যবস্থাপনা কমিটির দলীয় সদস্যদের গাড়ীর গ্যারেজে পরিণত করা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকদের বেতন নির্ধারণে স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাকার কারণে স্কুলটি গত সরকারের আমলে সর্বনিম্ন পর্যায়ে এসে পৌঁছে। এমতাবস্থায় তৎকালীন এমপি ডাঃ ইকবাল স্কুলের এ অবস্থাকে ঢাকতে ভিকারুননিসা নূন স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস হামিদা আলীর উপর পরোক্ষভাবে স্কুলের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। স্কুলের ছাত্রী বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ তৈরী করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে মিসেস হামিদা আলী ভিকারুননিসা স্কুল ত্যাগ করার পাশাপাশি তিনি সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলের হাল ছেড়ে দেন। এমতাবস্থায় স্কুলটি পুনরায় দুরবস্থায় পতিত হয়। বর্তমানে স্কুল থেকে বেশকিছু ছাত্রী অন্যত্র চলে যেতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্কুল কমিটিতে বিএনপির স্থানীয় নেতা জনাব নাদিম সাহেব সহসভাপতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্কুলের দখলদার পুরুষ প্রধান শিক্ষককে অপসারণ করে পূর্বের প্রধান শিক্ষিকাকে পুনর্নিয়োগ দিয়ে এবং স্কুলের হিসাবের আভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্নের মাধ্যমে স্কুলের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে স্কুলটির অতীত ঐতিহ্য ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে অপসারণ করা ইস্পাহানী স্কুলের সাবেক প্রিন্সিপাল মবিনা খাতুনও তার চাকরি ফিরে পেয়ে স্কুলের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। এভাবে ঐতিহ্যবাহী স্কুলসমূহকে পূর্বমানে ফিরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আগামীতে রাজধানীর ভর্তির চাপ কিছুটা হলেও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা মহানগর শাখা স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে ভিআইপি কোটা ও ডোনেশন প্রথা বাতিলের এবং যানবাহনে শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র কনসেশনের দাবীতে গতকাল মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ করেছে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গোলাম রাব্বী।